যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

হে উদ্ধব! শাস্ত্রযোনি আমি মানবমাত্রের মুক্তি, ত্রিবর্গ ও প্রেম নামক মঙ্গলপ্রাপ্তির উপায়রূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনটি সাধনের কথা বলিয়াছি। কোনও শাস্ত্রে এই তিনটি ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত তিনটি মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় অর্থাৎ সাধন নাই। এস্থানে কর্ম্মকে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কর্ম্ম হইতে তাহার যে পার্থক্য আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝান হইয়াছে। সেই তিনটি সাধনে অধিকারীহেতু দুইটি শ্লোকে উল্লেখ করিতেছেন, অর্থাৎ যে সকল গুণ থাকিলে যে সাধনে অধিকারী হইতে পারে, তাহাই ১১।২০।৭—৮ শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১৭১॥

ইহ এষাং মধ্যে নির্ব্বিণ্ণানাং ঐহিকপারলৌকিক-বিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানাং অতএব তৎসাধনভূতেষু লৌকিকবৈদিককর্ম্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত মুমুক্ষুণামিত্যভিপ্রেতম্। তেষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদঃ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেষু রাগিনাং অতএব তেষু সাধনভূতেষু কর্ম্মসু অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং তানি তত্তুমসমর্থানাং কর্ম্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ। অথ তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তির্য্যগ্‌জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যাধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃতনিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন। যদুক্তং, শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্যেত্যাদি। তদেতৎ পদ্যং স্বয়মেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে দ্বাভ্যাম্—জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ। ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ম্॥ ১৭২॥

এই উক্ত সাধনের মধ্যে যাহার ঐহিক-পারলৌকিক-বিষয়প্রতিষ্ঠা সুখে বিরক্তচিত্ত, অতএব পূর্ব্বোক্ত সেই সুখপ্রাপ্তির সাধনরূপ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মত্যাগী সেইসকল সাধকগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ নিরুপাধি জ্ঞান-সাধনের মুখ্যফল মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এস্থানে ‘নির্ব্বিণ্ণ’ ও ‘ন্যাসী’ এই দুইটি পদ উল্লেখ থাকায় মুক্তির ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আর যাহাদের সেই